০৪.১২.২০২৩
আদালত নং ১৩
আইটেম নং ১৪০
এ বি
ডব্লু . পি . এ . ২০২০ সালের ৯৫৯৩ নম্বর
শ্রী গোপীনাথ রাউট
বনাম
ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যরা
জনাব অচিন কুমার মজুমদার,
মিসেস অনন্যা অধিকারী।

... আবেদনকারীর জন্য।

১. ১৬ই ডিসেম্বর, ২০২০-এ এই আদালতের একটি কো-অর্ডিনেট বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত নির্দেশনা সত্ত্বেও, উত্তরদাতারা কোন হলফনামা-বিপক্ষে ব্যবহার করেননি। আজও তাদের প্রতিনিধিত্ব করা হয় না।

২. এ আর . পি . এফ এর ধারা ১৬১ (ii) এর অধীনে তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনে সংক্ষিপ্ত কার্যধারার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। বিধি, ১৯৮৭ এর ফলে ২৬ মে, ২০২০ তারিখের আদেশের ফলে প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার আর . পি . এফ দ্বারা পাস করা হয়েছিল, যার ফলে রিট আবেদনকারীকে খারিজ করা হয়েছিল সেবা ।

৩. উল্লিখিত আদেশটি আপিলের মাধ্যমে বাহিত হয়েছিল, আপিল কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার, এআর . পি . এফ. , সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে, গার্ডেন রিচ, কলকাতা ৭০০ ০৪৩। আপিল কর্তৃপক্ষ ১৫ই জুন, ২০২০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে প্রথম কর্তৃপক্ষের আদেশ নিশ্চিত করেছে, যথা, প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার, আর.পি.এফ.

৪. মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্য হল যে ১৫ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখে রিট আবেদনকারী অভিযোগকারী শ্রীমতীর বাড়িতে যান। বিধাতা মহানন্দিয়া ও

তুলে নেন স্বামী অজিত মহানন্দিয়াকে। রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট চত্বর থেকে কিছু সামগ্রী চুরির অভিযোগে তাকে রাজগাংপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। এর দুদিন পর অভিযোগকারী আরপিএফ-এর একজন এজেন্টের মাধ্যমে তথ্য পান। , রাজগাংপুরে ৫০,০০০/- টাকা দিলে তার স্বামীকে কোনো মামলা না করেই ছেড়ে দেওয়া হবে।

৫. অভিযোগকারীকে ২৫,০০০/- টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এআর . পি . এফ-কে একই অর্থ প্রদান করা হয়েছে। রাজগঞ্জপুরের কর্মী ও তার স্বামীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জিআরপি, রৌরকেলা মিসেস মহানন্দিয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা নথিভুক্ত করেছে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৪২, ৩৮৪, ৩৮৯ এবং ধারা ৩ (১) X এর অধীনে ২৩ মে, ২০২০ তারিখে ২০২০ সালের এফআইআর নং ৪৯। তফসিলি জাতি ও উপজাতি আইনের বিরুদ্ধে আর . পি . এফ. কর্মী।

৬. একটি তদন্ত পি সি, আর . পি . এফ দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল ফাঁড়ি, রাউরকেলা রিট আবেদনকারীর সাথে, যিনি একজন সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন। আবেদনকারী ১৫ ই এপ্রিল, ২০২০ এ স্বীকার করেছেন যে তিনি তার কর্মীদের সাথে নির্মাণ সামগ্রী চুরির জন্য উক্ত অজিত মহানন্দিয়াকে আটক করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. আরও বলা হয়েছে যে মৌখিক জিজ্ঞাসাবাদের পরে, আর . পি . এফ. অভিযুক্তকে মুক্তি দিয়েছে। আরপিএফ-এর কাছে এই বিষয়ে কোনও তথ্য না দেওয়ার জন্য আবেদনকারীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। রাউরকেলায় ফাঁড়ি। কোন ডায়েরি এন্ট্রি করা হয়নি ।

৮. শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার হচ্ছেন, আর . পি . এফ. এআর . পি . এফ এর ধারা ১৬১ (ii) এর অধীনে কার্যক্রম শুরু করেছে। বিধি, ১৯৮৭ এবং আবেদনকারীকে উল্লিখিত বিধিগুলির ১৪৬.৪, ১৪৬.৭ (iii), ১৪৬.৮ (a), ১৪৭ (i) এবং ১৪৭ (xx) লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এআর . পি . এফ এর বিধি ১৬১ (ii) চালু করার জন্য আনুষ্ঠানিক শাস্তিমূলক তদন্তের ইস্যুতে বিধিমালা, ১৯৮৭ নিম্নে বলা হয়েছে:

"উপরে উল্লিখিত তথ্য ও পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে এবং বিষয়টির গুরুত্ব ও জরুরীতা বিবেচনা করে, আমি উপসংহারে পৌঁছেছি যে আর . পি . এফ. বিধি, ১৯৮৭-এর প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে তদন্ত করা যুক্তিসঙ্গতভাবে বাস্তবসম্মত নয়। অবিলম্বে এবং কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। শ্রী জিএন রাউট, সাব-ইন্সপেক্টর/ওপি/রাজগাংপুরের বিরুদ্ধে আর . পি . এফ. বিধিমালা, ১৬১ (ii) এর অধীনে।

৯. আপীলকারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আপিল কর্তৃপক্ষ ১৫ই জুন, ২০২০ তারিখের তার আদেশের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক তদন্ত এবং বিধি ১৬১ (ii) এর আবেদনের প্রশ্নে বলেছে অনুসরণ করে:

"এটি রেকর্ড থেকে স্পষ্ট যে শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপটি আইনী এবং আর . পি . এফ. বিধি, ১৯৮৭ এর ১৬১ (ii) বিধি অনুসারে। আপীলকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের দ্বারা আপীলকারীর অসম্মানজনক ভিত্তিতে। আচরণ, দুর্নীতি ও অনুপযুক্ত অনুশীলন, কর্তৃত্বের অপব্যবহার, কোনো দায়িত্ব লঙ্ঘন এবং আটক করা, কোনো ব্যক্তিকে উদ্বেগজনকভাবে এবং যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ বা কারণ ছাড়াই তিনি ১৫.০৬.২০২০ তারিখের আপিল আবেদনে স্বীকার করেছেন যে ঘটনার তারিখ ১৫.০৪. ২০২০ এবং এই মামলায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, তবে আপীলকারী তার ঊর্ধ্বতনকে ঘটনাটি অবহিত করেননি বা তিনি তার কর্মীদের লাভের জন্য তার অবস্থানকে ভুলভাবে ব্যবহার করেননি এবং তার মৌলিক দায়িত্ব ও দায়িত্ব লঙ্ঘন করেন কর্মচারী ও জনসাধারণের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস নিরসনে তাৎক্ষণিকভাবে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া খুবই জরুরি ছিল এবং ছিল না

শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা প্রতিনিধিত্বের জন্য অনুরোধ করার সুযোগ / সময়। প্রতিরক্ষা প্রতিনিধিত্বের জন্য জমা দেওয়ার জন্য সময় দেওয়া পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করবে এবং যা জনস্বার্থের বিরুদ্ধেও ছিল। অতএব, আপীলকারীর বিরোধ যুক্তিযুক্ত নয়। "

১০. স্বীকার্য, আবেদনকারী একটি ধারণ ছিল আর . পি . এফ. এর অধীনে স্থায়ী পদ, যা একটি সংবিধিবদ্ধ রেলওয়ে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বাহিনী।

১১. বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের আড়ালে কাউকে অপহরণ ও চাঁদাবাজি। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ২৫,০০০/- টাকার অবৈধ তৃপ্তি গ্রহণ এবং অভিযুক্তকে মুক্তি দেওয়ার অভিযোগও আনা হয়েছে৷ রাউরকেলায় ফাঁড়ি আবেদনকারী আরপিএফের সাথে একটি জিডি এন্ট্রিও করেননি।

১২. এফআইআর হিসাবে যা নথিভুক্ত করা হয়েছে তা হল অভিযুক্ত অভিযুক্তের অভিযোগ। আবেদনকারীর দ্বারা বিবাদীদের কাছে কোন নথিভুক্ত স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি। অভিযোগকারী বা তার স্বামী আনুষ্ঠানিক তদন্তে প্রমাণ জমা দেওয়ার জন্য উপলব্ধ ছিল না কিনা তা সমানভাবে অজানা।

১৩. ধারা ১৬১ (ii) চালু করার জন্য প্রথম এবং আপীল কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রদত্ত যুক্তি এবং একটি আনুষ্ঠানিক তদন্তের সাথে ডিসপেন্স করার জন্য, অন্ততপক্ষে বলতে গেলে কোন কারণ না থাকলে তা করুণভাবে অপর্যাপ্ত। এআর . পি . এফ এর ধারা ১৬১ (ii) এর অধীনে তদন্তের ব্যবস্থা নিয়ম, ১৯৮৭, শুধুমাত্র চরম এবং খুব বিশেষ পরিস্থিতিতে অবলম্বন করা হয়। এমন পরিস্থিতিও নেই

রেকর্ড থেকে পাওয়া যায় বা প্রথম এবং আপীল কর্তৃপক্ষ তাদের আদেশে আলোচনা করে।

১৪. প্রথম এবং আপীল কর্তৃপক্ষ কোন না কোন উপায়ে আবেদনকারীর উপর জরিমানা আরোপের জন্য তাদের মন তৈরি করেছে বলে মনে হয়। প্রক্রিয়াটিতে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের সম্পূর্ণ ধারণা এবং নীতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যদি স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন না করা হয় এবং/অথবা বিদায় দেওয়া হয়। কেন আনুষ্ঠানিক বিভাগীয় তদন্ত করা সম্ভব হয়নি তা ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

১৫. এটি এখন সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের যেকোনো আদেশ অবশ্যই পর্যাপ্ত, যথাযথ এবং ব্যাপক কারণ সহ অবহিত করতে হবে। সর্বোপরি আবেদনকারীর জীবন ও জীবনধারণের মৌলিক উৎসের স্বাধীনতা হুমকির মুখে পড়ে। এর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য আদৌ কোনো প্রমাণ পাওয়া গেছে কিনা তা নির্দেশ করার জন্য রেকর্ড আবেদনকারী উপর কোন প্রমাণ নেই।

১৬. এটা লক্ষ্য করাও সমানভাবে বিস্ময়কর যে আর . পি . এফ. বিধিমালা, ১৯৮৭ এর অধীনে আনুষ্ঠানিক বিভাগীয় তদন্ত এই ধরনের নৈমিত্তিক, হালকা, ক্ষীণ এবং অপ্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে বিতরণ করা হয়েছে।

১৭. এই আদালত একটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করতে বাধ্য করেছে তারসেম সিং-এর মামলায় ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট-বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যরা রিপোর্ট করা হয়েছে (২০০৬) ১৩টি সুপ্রিম কোর্ট মামলা ৫৮১ বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ১০, ১১ এবং ১২ এর।

১৮. আরেকটি অপ্রতিবেদিত সিদ্ধান্ত তারিখে ১১ তম সিভিল আপিল নং-এ আগস্ট, ২০২১। ৪৭৩৮-৪৭৩৯ এর ২০২১ (পিন্টু কুমার বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যরা), ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট এই বেঞ্চের একটি আদেশকে বহাল রেখেছে যেখানে এটি দ্বারা একটি আনুষ্ঠানিক তদন্ত প্রদানের কারণগুলির অপর্যাপ্ততা পাওয়া গেছে আদালত।

১৯. আর . পি . এফ. বিধিমালা, ১৯৮৭-এর ধারা ১৬১ (ii) এর অধীনে কার্যক্রম যথাযথ কারণের অনুপস্থিতির জন্য খারিজ করা হয়েছে। ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ সেট করা আছে এখানে নীচে আউট:

"তদন্তের জন্য বরখাস্ত আদেশে যে কারণগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা হল যে অনেকগুলি সাক্ষীকে পরীক্ষা করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা তদন্তকে দীর্ঘায়িত করবে। উল্লিখিত তদন্ত যা দীর্ঘ সময় নেয় তা ক্ষতি করবে। সমাজের মৌলিক নীতি এবং নীতিগুলি বিভাগীয় তদন্তের জন্য পর্যাপ্ত বলা যায় না যা একজন অপরাধী কর্মকর্তার অধিকারের সুরক্ষা শুধুমাত্র অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই করা যেতে পারে। কর্তৃপক্ষ এই ধরনের তদন্ত করা যুক্তিসঙ্গতভাবে অকার্যকর বলে মনে করে আমরা মনে করি যে অনেক সাক্ষীকে পরীক্ষা করা উচিত নয় যে তদন্ত করা যুক্তিসঙ্গতভাবে বাস্তবসম্মত নয়।

হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারক এই ভিত্তিতে বরখাস্তের আদেশ স্থগিত করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিলেন যে তদন্তের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা রেকর্ড করা কারণগুলি বৈধ নয়।

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তদন্তটি সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে ধরে রেখে বিজ্ঞ একক বিচারপতির রায়ে হস্তক্ষেপ করে একটি ত্রুটি করেছেন। বরখাস্তের আদেশে নথিভুক্ত ফলাফল অনুমোদনের পাশাপাশি হাইকোর্ট আরও বলেছে যে আপিলকারীকে হেফাজতে থাকাকালীন তিন বছর ধরে পাওয়া যায়নি যে কারণে তদন্ত করা যায়নি। আমরা আপীলকারীর জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা অবহিত করা হয় যে আপীলকারী ছিল

শুধুমাত্র ৯-১৮ মাসের জন্য জেল। যাই হোক না কেন, তদন্তের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা যে কারণ দেওয়া হয়েছিল তা নয়। "

২০. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, ২৬ মে, ২০২০ তারিখের প্রথম কর্তৃপক্ষের বিরোধিত আদেশ এবং ১৫ই জুন, ২০২০ তারিখের আপীল কর্তৃপক্ষ বাতিল করা হয় এবং বাতিল করা হয়।

২১. রিট আবেদনকারী স্থগিতাদেশে থাকবেন এবং তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ২৬ মে, ২০২০ থেকে কার্যকরী সমস্ত মজুরি এবং বেতনের ৫০% প্রদান করা হবে। উত্তরদাতারা RPF নিয়ম, ১৯৮৭ অনুযায়ী আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একটি আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করতে এবং তার অধীনে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার স্বাধীনতায় থাকবেন আইন ।

২২. এই আদেশের একটি অনুলিপি যোগাযোগের তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে কার্যক্রম শুরু এবং সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২৩. পূর্বোক্ত পর্যবেক্ষণের সাথে, তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশন অনুমোদিত এবং নিষ্পত্তি করা হয়।

২৪. খরচ হিসাবে কোন আদেশ হবে না ।

২৫. সব পক্ষের একটি সার্ভার অনুলিপি কাজ করার জন্য নির্দেশিত হয় এই আদেশ যথাযথভাবে অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে এই আদালত।

(বিচারপতি রাজশেখর মান্থা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।